# সাতক্ষীরায় যৌতুকের কারণে গৃহবধু ফাতেমা খাতুন কাজলকে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৫ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার আলীপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মোঃ আকরাম সরদারের মেয়ে ফাতেমা খাতুন কাজলের (১৯) সঙ্গে একই উপজেলার বৈকারী গ্রামের হারুন মোল্লার ছেলে মোঃ মোমিনুর রহমান মোমিন (২৬) এর বিয়ে হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ মোমিন এবং মোমিনের পরিবারের সদস্যরা যৌতুকের জন্য ফাতেমাকে মারধর করে আহত করে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় ফাতেমার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐদিন রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় ফাতেমা মারা যান। যৌতুকের কারণেই ফাতেমাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ফাতেমার পরিবার অভিযোগ করেছে।

ফাতেমার বাবা মোঃ আকরাম সরদার বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর ৬৬; তারিখঃ ২৮/০২/২০১২। ধারাঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০। যৌতুকের দাবিতে হত্যা ও হত্যায় সহায়তা করার অপরাধ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে -

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- অভিযুক্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্য
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি- ফাতেমা খাতুন কাজল

**মোঃ আকরাম সরদার (৫০), ফাতেমার বাবা**

মোঃ আকরাম সরদার অধিকারকে বলেন, ৫ নভেম্বর ২০১১ মোমিনের সঙ্গে ফাতেমার বিয়ে হয়। মেয়ের গায়ের রং কালো হওয়ায় মোমিনের পরিবার যৌতুক হিসেবে তাঁর কাছে একটি স্টিলের আলমারী, একজোড়া সোনার কানের দুল এবং বাহাত্তর হাজার টাকা দাবি করে। মেয়ের কথা চিন্তা করে বিয়ের আগেই অর্থ্যাৎ ৪ নভেম্বর ২০১১ তিনি মোমিনকে পনের হাজার টাকা দেন। বিয়ের একমাসের মধ্যেই বাকী সাতান্ন হাজার টাকা, সোনার দুল ও আলমারীও দেন। অথচ বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য কারণে মোমিন এবং মোমিনের ছোট বোন যার নামও মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে মারধর করত। ফাতেমার কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন, মোমিনের কাছে সব সময় একটি চাকু থাকত। সেই চাকু দিয়ে মোমিন প্রায়ই ফাতেমাকে ভয় দেখাতো এবং বাপের বাড়ী থেকে আরও টাকা এনে দিতে বলতো। তিনি আরো বলেন, যৌতুকের টাকার জন্য ফাতেমাকে অত্যাচার করায় ফাতেমার শ্বশুরবাড়ীতে দুইবার সালিশ বৈঠক করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় মোমিনের বোনের স্বামী আজিজুল ইসলাম মোবাইল ফোনে তাঁকে খবর দেয় যে, অভিমান করে ফাতেমা বিষ খেয়েছে। তিনি এই খবর শুনে ফাতেমার শ্বশুরবাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে শোনেন মোমিন ও আজিজুল অসুস্থ ফাতেমাকে স্থানীয় বৈকারী বাজারের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল বাকীর চেম্বারে নিয়ে গেছে। তিনি বৈকারী বাজারে গিয়ে দেখতে পান, ফাতেমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং তাঁর মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তিনি বলেন, ফাতেমা তাঁকে আকারে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিল যে, তাঁর শ্বশুরবাড়ীর সদস্যরা তাঁর এ অবস্থা করেছে। ফাতেমার অবস্থার অবনতি হওয়ায় পল্লী চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল বাকী সাতক্ষীরা শহরে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সকাল আনুমানিক ১০.৪৫টায় তিনি, মোমিন ও আজিজুল ফাতেমাকে সাতক্ষীরা শহরস্থ স্থানীয় সততা ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসা চলতে থাকে। ফাতেমাকে রাত আনুমানিক ৭.৩০টা পর্যন্ত সততা ক্লিনিকে রাখা হয় এবং পরে সাতক্ষীরা জজকোর্টের উত্তর পাশে শিমুল ক্লিনিকে নিয়ে যান। রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় শিমুল ক্লিনিকের ডাঃ শহিদুল ইসলাম ফাতেমাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ফাতেমার লাশ নিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই সাতক্ষীরার সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রউফ সরদারকে ফাতেমার মৃত্যুর কথা জানান। রউফ সরদার সাতক্ষীরা সদর থানায় খবর দিলে সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁর বাড়ীতে আসেন। পুলিশ আনুমানিক রাত ১০:০০টায় মোমিন ও আজিজুলকে গ্রেপ্তার করে এবং ফাতেমার লাশ ময়না তদন্তের জন্য থানায় নিয়ে যায়। এরপর তিনি সাতক্ষীরা সদর থানায় যান এবং নিজেই বাদী হয়ে মোমিন ও আজিজুলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পাঁচজনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ লাশের ময়না তদন্ত শেষ হলে আলীপুর পূর্বপাড়া গ্রামে লাশ দাফন করা হয়।

**এনামুল হক (৩৫), ফাতেমার চাচাতো ভাই**

এনামুল হক অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুরের দিকে ফাতেমার বাবার কাছ থেকে খবর পান, ফাতেমা অসুস্থ, সাতক্ষীরা শহরস্থ সততা ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়েছে। তিনি তখন সততা ক্লিনিকে যান এবং দেখতে পান, ফাতেমার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি বলেন, ফাতেমার মাথায় তিনি একটি আঘাত এর চিহ্ন দেখতে পান এবং ক্লিনিকের চিকিৎসকদের ফাতেমার পেট ওয়াশ করাতে দেখেন। ফাতেমার মুখ দিয়ে সাদা রঙের কিছু বিষাক্ত দ্রব্য বের করে নেয়া হয়। পেট ওয়াশ করানোর কারণে মাথায় বেশি চাপ পরায় মাথার কাটা অংশ থেকে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, বিয়ের পরে জানতে পারেন, মোমিন ভারত থেকে চোরাই গরু এনে ব্যবসা করতো। যখন গরু বাংলাদেশে আসা বন্ধ হতো তখনই ফাতেমাকে বাপের বাড়ী থেকে যৌতুকের টাকা আনার জন্য মোমিন চাপ দিত।

**রউফ সরদার, ফাতেমার বাবার চাচাতো ভাই এবং সাবেক চেয়ারম্যান, ৭ নম্বর আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা**

রউফ সরদার অধিকারকে বলেন, ফাতেমার বাবা তাঁকে ফোন করে ফাতেমার অসুস্থতার কথা জানান এবং তিনি তখন সততা ক্লিনিকে যান। তিনি সেখানে ফাতেমাকে আশংকাজনক অবস্থায় দেখেন। তিনি জানান, তিনিই সাতক্ষীরা সদর থানায় এ ব্যাপারে খবর দেন।

**মোমিনুর রহমান মোমিন (২৬), ফাতেমার স্বামী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি**

অধিকারের তথ্যানুসন্ধান দল সাতক্ষীরা সদর জেলখানায় অভিযুক্ত ব্যক্তি মোমিনুর রহমান মোমিন এর সঙ্গে কথা বলে। মোমিন অধিকারকে জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ফাতেমার সঙ্গে তার মায়ের ঝগড়া বিবাদ হয়। এ জন্য তিনি ফাতেমার বাবা মাকে খবর দেন। ফাতেমার বাবা মা এসে জোর করে ফাতেমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চায় কিন্তু ফাতেমা যেতে চায়নি। এতে রেগে গিয়ে ফাতেমার বাবা ফাতেমাকে অনেক গালিগালাজ করায় সে অভিমান করে আত্মহত্যা করার জন্য নিজে বিষ খেয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালে বাড়ীতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে ফাতেমা বিষ পান করেছিল। কখন কিভাবে ফাতেমা বিষ খেয়েছে তা তিনি কিছুই জানেন না। ফাতেমার মাথার আঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে মোমিন বলে, বাড়ীর ছাদের টালি খসে পড়ে ফাতেমার মাথা কেটে গিয়েছিল। এ মৃত্যুর জন্য ফাতেমার বাবা-মা দায়ী বলে তিনি অভিযোগ করেন।

**নূরজাহান (৫০), ফাতেমার শ্বাশুড়ী**

নূরজাহান অধিকারকে বলেন, মোমিনের বিয়ের সময় ফাতেমার বাবা যৌতুক হিসেবে নগদ ৩০,০০০ টাকা দিয়েছিল। সাইকেল, আংটি, ঘড়ি দেয়ার কথাছিল। কিন্তু সেগুলো দেয়নি। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। এই সুযোগে ফাতেমা বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে।

**মোঃ নুরুল হুদা, মোমিনের আত্মীয় এবং বৈকারী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সাতক্ষীরা**
মোঃ নুরুল হুদা অধিকারকে বলেন, মোমিন কখনই ফাতেমাকে অত্যাচার করেনি। ফাতেমা মনের কষ্টে নিজেই বিষ খেয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। তিনি আরো বলেন, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ মোমিনের সাথে ফাতেমার একটু গন্ডগোল হওয়ায় মোমিন ফাতেমাকে ধাক্কা দিলে সিঁড়ির উপরে পড়ে গিয়ে ফাতেমার মাথা কেটে যায়।

**ডাঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, পল্লী চিকিৎসক, মোল্লা ক্লিনিক, বৈকারী বাজার, সাতক্ষীরা**
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় বৈকারী পূর্বপাড়া গ্রামের মোমিন ও আজিজুল নামে দুই ব্যক্তি ফাতেমা নামে এক রোগীকে নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। ফাতেমার মাথায় আঘাতের কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বলে তিনি প্রথমে চিকিৎসা করতে রাজী হননি কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রোগী ছেড়ে দেন।

**ডাঃ এম এ কবির, সততা ক্লিনিক, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা**
ডাঃ এম এ কবির অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৪৫টায় ফাতেমা নামের একজন রোগীকে সততা ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়। রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাঁরা রোগীকে রাখতে চাননি কিন্তু ৭ নম্বর আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রউফ সরদার অনুরোধ করলে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০টা পর্যন্ত রোগীকে রাখা হয়। পরে সততা ক্লিনিক থেকে শিমুল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পথে ফাতেমা মারা যান বলে তিনি শুনেছেন।

**এসআই তপন কুমার সিংহ, সাতক্ষীরা সদর থানা, সাতক্ষীরা**
এসআই তপন কুমার সিংহ অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ৭ নম্বর আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রউফ সরদার তাঁকে জানান, বৈকারী গ্রামের মোঃ আকরাম সরদারের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীর লোকজন অত্যাচার করে হত্যা করেছে। তিনি তখন ফাতেমার বাপের বাড়ী যান এবং ফাতেমার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে ফাতেমার মাথায় আঘাতের চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন। রাত আনুমানিক ১০.০০টায় ফাতেমার বাবার বাড়ী থেকে ফাতেমার স্বামী মোমিন এবং মোমিনের দুলাভাই আজিজুলকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন। ফাতেমার বাবা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর ৬৬; তারিখঃ ২৮/০২/২০১২। ধারাঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০। যৌতুকের দাবিতে হত্যা ও হত্যার সহায়তা করার অপরাধ। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে মামলাটির তদন্ত করছেন।

২৮ মে ২০১২ তারিখে তিনি অধিকারকে জানান, তিনি ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছেন কিন্তু এখনও অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেন নাই। এখনও তদন্ত চলছে বলে জানান।

ডাঃ তৌহিদুর রহমান, লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা
তিনি অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় সাতক্ষীরা সদর থানার এসআই তপন কুমার সিংহ ফাতেমা নামের একজন মহিলার লাশ হাসপাতালে আনেন। তিনি জানান লাশের ময়না তদন্ত তিনি করেছেন। ময়না তদন্ত নম্বর ৩৬। তিনি আরো বলেন, ফাতেমার মাথার মাঝখানে দুই ইঞ্চিরও বেশি কাঁটা ছিল। লিভার, কিডনী, পাকস্থলি ঢাকার মহাখালীতে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, ভিসেরা প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত তিনি কিছু বলতে পারবেন না বলে জানান।

**উজ্জল, মর্গ-সহকারী, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা**
উজ্জল অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় পুলিশ সদস্যরা ফাতেমা নামে এক মহিলার লাশ মর্গে এনেছিল। তিনি দেখেন, মাথায় আঘাত করার কারণে ২ ইঞ্চিরও বেশি কেঁটে গিয়েছিল, যা দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল বলে তিনি ধারণা করেন।

**অধিকার এর বক্তব্য**
তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ফাতেমার বাবা অশিক্ষিত হওয়ায় মামলার এজাহারটি একজন পুলিশ কর্মকর্তা লেখেন। পুলিশ কর্মকর্তা এজাহারে উল্লেখ করেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:০০টায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ফাতেমাকে বিষ পান করিয়েছিল।

কিন্তু অধিকারের তথ্যানুসন্ধানকালে ফাতেমার আত্মীয়-স্বজন এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ সকালে ফাতেমাকে বিষ পান করানো হয়। এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তি মোমিনুর রহমান মোমিন নিজের বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ সকালে ফাতেমা বিষ পান করেছিলেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা মোতাবেক যিনি মামলার এজাহার দায়ের করেন তাঁকে এজাহারটি পড়ে শোনাতে হবে এবং তাঁর স্বাক্ষর নিতে হবে। কিন্তু এই ঘটনার ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি ঘটার ব্যাপারের ভুল সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যা এই ঘটনার তদন্তকে বাধাগ্রস্থ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকার ফাতেমার ঘটনার ব্যাপারে সঠিকভাবে তদন্ত করে সরকারকে আইনানুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**